আমাদের উৎসব
১১তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ ২০১৮ | ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন | Future in Frames
বুধবার | ৩১ জানুয়ারি, ২০১৮ | ৪ পাতা | মূল্য ৫ টাকা
০৫

চলচ্চিত্র হচ্ছে মিথ্যে কথা!

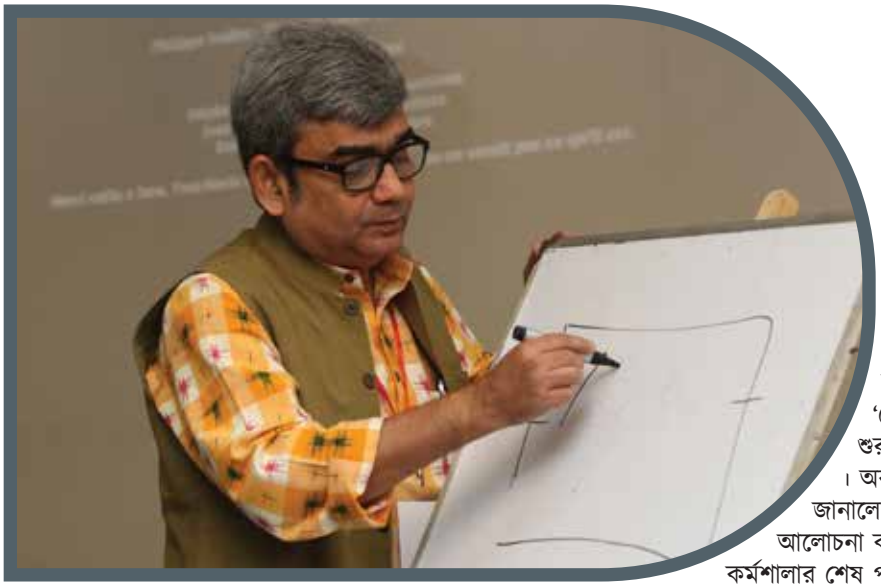

চলচ্চিত্র হচ্ছে মিথ্যে কথা! তবে সৃজনশীল মিথ্যে কথা। এরকম অনেক সৃজনশীল মিথ্যে কথার মিলনে তৈরি হয় একজন নির্মাতার সত্য। সেই সত্যকেই আমরা নাম দিয়েছি চলচ্চিত্র। গতকাল ৩০ জানুয়ারি, জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনের কর্মশালার শুরুই হলো ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র শিক্ষক অরুণ গুপ্তার এমন কথা দিয়ে। অরুণ গুপ্তা ভারতের আহমেদাবাদের 'ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ডিজাইন'- এ শিক্ষকতা করছেন গত একুশ বছর ধরে। বাঙালি না হলেও তিনি বেড়ে উঠেছেন কলকাতায়। সদা হাসি-খুশি এবং রসিক এই মানুষটির কর্মশালায় কাল বেশ মজা হলো। পরিচয় পর্বের পর ফরাসি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'গেমওভার' দিয়ে শুরু হলো কর্মশালা। অরুণ গুপ্তা জানালেন, এই ছবি নিয়ে আলোচনা করা হবে কর্মশালার শেষ পর্বে। আলাপ এগিয়ে যায় একজন নির্মাতার নানা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। একটি চলচ্চিত্রকে একজন নির্মাতা যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বানান, একজন দর্শক সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নাও দেখতে পারেন।

পুরো কর্মশালা জুড়ে তার নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে প্রতিনিধিরা। পরে অরুণ গুপ্তা নিজেই এসব মজার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন । প্রশ্ন উঠেছিল, একটি ছবি দেখতে গিয়ে একজন দর্শক প্রথম কি জানতে চায়? কেউ বলেছে গল্প, কেউ বলেছে অভিনেতা-অভিনেত্রী । এক ক্ষুদে প্রতিনিধি উত্তর দিল, ছবি দেখতে গিয়ে ছবির নামটাই সবার আগে চোখে পড়ে। উত্তরটা মিলে যায় অরুণ গুপ্তার সাথে। এরপর কাগজ কেটে ফ্রেম বানানো, তিন ধরনের লেন্স এবং তার ব্যবহার, সিনেমায় শব্দ ও আলোর নানা কৌশল নিয়ে আলাপ করেন তিনি। শুধু দৃশ্য তৈরিতেই নয়, ছবি বানাতে গিয়ে নানা দৃশ্য বাদ দেয়াও একজন নির্মাতার সৃজনশীলতার অংশ বলে মনে করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, একটি চলচ্চিত্রকে দেখার সময় শুরুর দৃশ্য থেকেই ভাবা দরকার। আর সেই ভাবনাই আমাদেরকে নির্মাতার ভাবনা উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। একটি চলচ্চিত্র তার নিজস্ব সময় এবং জায়গা তৈরি করে নিতে পারে বলেই এই শিল্প এত সমৃদ্ধ। একটি ছবিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে নানা শব্দ এবং রঙ- এর ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন তিনি।

এরপর শেষ পর্বে কথামত ফরাসি চলচ্চিত্রটি নিয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালাটি শেষ হয় কালজয়ী চলচ্চিত্রকার চার্লি চ্যাপলিন- এর উপর প্রামাণ্য চিত্র 'আননোন চ্যাপলিন' উপভোগ করার মধ্য দিয়ে। পুরো কর্মশালার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ভাষা ও মুক্তিযুদ্ধের কথা। উৎসব এবং এর ক্ষুদে স্বেচ্ছাসেবক ও প্রতিনিধিদের উৎসাহ দেখে মুগ্ধ হন অরুণ গুপ্তা।

"সিনেমা হচ্ছে জাদু এবং প্রত্যেক নির্মাতা একজন জাদুকর।" আর তাই তো ক্ষুদে এই জাদুকরদের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে ভীষণ খুশি তিনি।

- ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলী

এবারের উৎসবের অন্যান্য ভেন্যুগুলো

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা

ব্রিটিশ কাউন্সিল, ফুলার রোড

আলিয়ঁস ফ্রঁসেস, ধানমন্ডি

গোয়েটে ইনস্টিটিউট ঢাকা, ধানমন্ডি

ভ্রমণকন্যা নাজমুন নাহার

৩৯, সংখ্যাটা উল্টোলে হয় ৯৩। ভাবছেন হঠাৎ সংখ্যা কেন? নাহ, সংখ্যার কথা না । কথা বলবো যাকে নিয়ে, তিনি নাজমুন নাহার। ৩৯ বছর বয়সী এই অভিযাত্রী ঘুরে ফেলেছেন ৩৯ উল্টিয়ে হওয়া সংখ্যা, ৯৩টি দেশ। এবারের উৎসবের চতুর্থ দিনের সেমিনারে অতিথি ছিলেন তিনি। বড় পর্দায় একে একে ছবি যাচ্ছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, পেরু, চিলি, প্যারাগুয়ে সহ আরো নানান দেশের নানান জায়গার। থেমে না থেকে নিজের ইচ্ছার জোরে দেশের পর দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভ্রমণই তার একমাত্র শখ। এ শখই তাকে নিয়ে গেছে পৃথিবীর ৯৩টি দেশে। মুখোমুখি হয়েছেন ভিন্নধর্মী নানা অভিজ্ঞতার। সঠিক পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় তথ্য থাকলে খুব অল্প খরচেই কীভাবে ভ্রমণ করা সম্ভব, তারই বর্ণনা করলেন তিনি। সুইডওয়াচসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থায় খণ্ডকালীন চাকরিও করেছেন। রোজকার খরচ বাদে যা জমান, তা নিয়েই পা বাড়িয়েছেন নতুন কোনো দেশে। পেরুর পথে বাসে ৩৫ ঘন্টা কিংবা বাই রোডে একসাথে পেরিয়ে যাওয়া তিনটি দেশ, বিভিন্ন দেশে ইয়ুথ হোস্টেলের মিক্সড ডর্মে ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন মতের, ভিন্ন মানুষে বন্ধুত্ব! এভাবেই পৃথিবীর প্রকৃতি, মানুষ চিনেছেন, জেনেছেন। লক্ষীপুর জেলাসদরের মেয়ে নাজমুন নাহার। স্কুল, কলেজ পেরিয়ে রাজশাহী পাড়ি জমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ার সুবাদে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনেই প্রথমবার দেশের বাইরে যান ভারতের মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারিতে। সেই শুরু.... তারপরে ক্যারিবিয় দ্বীপ, মুন ভ্যালি, সালার দ্য উইনি। এভাবেই ভ্রমণকন্যা হয়ে উঠেন বর্তমানে সুইডেনপ্রবাসী বাংলাদেশের মেয়ে নাজমুন নাহার। কখনো একা, কখনো বিভিন্ন দলে ভিড়ে গিয়ে আবার মাকে নিয়েও ঘুরেছেন ১৪টি দেশ। অভিযাত্রী নাজমুন নাহার আর অল্প কদিনেই হয়তো দেশ ভ্রমণের সেঞ্চুরি করে ফেলবেন। ১০০টি দেশের মানচিত্র ছুঁয়ে ফেলবেন লাল সবুজের পতাকা নিয়ে। সেই অপেক্ষায় থাকবো আমরা।

- সামিয়া শারমিন বিভা

তারা তিনজন

আমাদের উৎসবের লোগো ফিল্ম নির্মাতা শেখর মুখার্জী ও তার পরিবার উৎসবে যোগ দিতে পশ্চিম বঙ্গ থেকে এসেছেন। শুধু এবারই না, গতবারের লোগো ফিল্মও বানিয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনি ভারতের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ডিজাইন এর শিক্ষক। এবারের উৎসবে তার মেয়ে অবন্তি মুখার্জী শিশুদের নির্মিত চলচ্চিত্রের বিচারক। গতকাল দুপুরে কথা হচ্ছিল তাদের তিনজনের সাথে। শেখর মুখার্জীর স্ত্রী সুধন্য দাশগুপ্ত জানান, "এই উৎসব চলচ্চিত্র বিষয়ে বিভিন্ন কাজ শেখার একটি বিরাট সুযোগ। শিশুরা যে ভয়কে ভেঙে ওনারশিপ নিয়ে নিজেদের মতো কাজ করছে এটা খুব ভালো লাগছে। বাচ্চারা যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে সেটা দেখেও বেশ ভালো লাগছে । বিচারক হিসেবে অবন্তি মুখার্জীর অভিজ্ঞতা কেমন? জিজ্ঞেস করলে সে বলে, "বেশ ভালো লাগছে। কিন্তু চলচ্চিত্র বিচার করার সময় কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে হয়।" সে জানায়, তার বাবার কাছে এই শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের কথা শুনে সে আগ্রহী হয় উৎসবে অংশ নিতে। সবশেষে শেখর মুখার্জী জানান, সার্বিকভাবে এই চলচ্চিত্র উৎসবে কী পরিবর্তন থাকলে, আরও মানুষের কাছে পৌছানো যেত। তিনি বলেন, "ওয়েব প্রেজেন্স আরও বাড়ানো প্রয়োজন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরও অনেক বেশি ছড়িয়ে দিতে হবে এই উৎসবকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে কাজ করতে হবে। যেমন, পাশেই চারুকলা। সেখানে ওয়ার্কশপ করানো যায়। এটা শুধুই যেন সাতদিনের হইচই এ আটকে না থাকে। শিল্পকলার চর্চা সারা বছরের কাজ"। তিনি আরও জানান "এই উৎসবে ছোটরা যে বড় বড় কাজ করছে সেটা ওদের জন্য লাইফ চেঞ্জিং এক্সপেরিয়েন্স হতে পারে।"
শেখর মুখার্জী নিজেও একটি উৎসব পরিচালনা করেন। নাম চিত্রকথা (ইন্টন্যাশনাল এনিমেশন ফেস্টিভ্যাল)।

- অমৃতাঞ্জলি শ্রেষ্ঠেশ্বরী

তাহারা ইয়াং বাংলাদেশি

শুরু হয়ে গেছে চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ এর ১১তম আসরের চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা। পুরো উৎসব জুড়ে ছোটদের নিয়ে নানা রকম আয়োজন থাকলেও তরুণেরাও কিন্তু এখানে কম প্রাধান্য পায় না। এই তরুণ নির্মাতাদের অনেকেই বাবা-মায়ের হাত ধরে ছোটবেলায় সিনেমা দেখতে এসেছিল উৎসবে। এখন তারা পুরোপুরি পাকা নির্মাতা! তাই তারা তাদের সিনেমাটি দর্শকদের দেখাতে নিয়ে এসেছে এবারের উৎসবে। "তরুণ চলচ্চিত্র বিভাগ" নামে তরুণদের এই বিভাগে জমা পড়েছিল প্রায় একশত চলচ্চিত্র। এর মধ্যে নির্বাচিত ২২টি চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে প্রথম পর্বে ১১টি চলচ্চিত্র গতকাল ৩০ জানুয়ারি জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে প্রদর্শিত হয়েছিল।

তরুণদের নির্মিত এই চলচ্চিত্র বিভাগের বিচারক হিসেবে থাকছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা অমিতাভ রেজা চৌধুরী। প্রদর্শনীর শুরুতে সকল নির্মাতাদের মঞ্চে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। এই পর্বে নির্মাতারা তাদের সিনেমা বানানোর অভিজ্ঞতাটি অল্প কথায় দর্শকদের সাথে বিনিময় করে।

এবারের উৎসবে 'ফাদার' চলচ্চিত্র নিয়ে এসেছে আহমেদ তানিম। তার চলচ্চিত্র নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, তার চলচ্চিত্রে একজন পিতা কীভাবে তার সন্তানের ভবিষ্যত এর জন্য পথ তৈরি করে যায় তাই দেখাতে চেয়েছেন। একটি জুতাকে কেন্দ্র করেই তার সিনেমার কাহিনী। পূর্বে আরও অনেক সিনেমা বানালেও এবারই প্রথম উৎসবে সিনেমা নিয়ে আসা।

শুরু হয়ে গেছে তরুণ নির্মাতাদের এই চমৎকার সিনেমাগুলোর প্রদর্শনী। একই ভেন্যুতে আজ দেখানো হবে বাকী ১১টি চলচ্চিত্র।

- নওশীন আনজুম

হাট্টিমাটিম টিম ওরা ইশকুল টিম

শাহবাগের পাবলিক লাইব্রেরি হোক কিংবা শিল্পকলা একাডেমি; অথবা হোক না উৎসবের মোট ৬টি ভেন্যুর যেকোনো একটি। সকালে কিংবা দুপুরে ভেন্যুগুলোতে এলে আপনার চোখে পড়বে স্কুলের পোশাক পরা এক ঝাঁক শিশুর উচ্ছ্বাস এবং উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ অতিথিবৃন্দের। শিশু হলেও তাদের দেওয়া হয় যেকোনো প্রাপ্তবয়স্কদের মতো সমান গুরুত্ব। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তাদের চেয়েও বেশি। কিন্তু যারা তাদের এই আপ্যায়নের জন্য সকাল-দুপুর খাটছে তাদের কথাও তো শোনা দরকার! উৎসবে স্কুলের শিশুদের বাসে করে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শেষে তাদের আবার স্কুলে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সকল কাজ করে থাকে নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি দল। যারা পুরো উৎসবে 'স্কুল টিম' নামে পরিচিত। এই সর্বদা সক্রিয় টিমের লিডার আব্দুল জব্বার কাশফিমের সাথে কথা বলে জানা যায় তার দলের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা। ভোর ছয়টা থেকে তাদের কাজ শুরু করতে হয়। আর প্রত্যেকবার শুধু উৎসবের সময় স্কুলে স্কুলে গিয়ে তাদের কাজ করতে হলেও এবার কাজ শুরু করতে হয়েছে উৎসবের অনেক আগে থেকেই। 'রোড শো' নামের একটি কর্মসূচীর মাধ্যমে এই দল উৎসবের আগেই পৌঁছে গিয়েছিলো রাজধানী ঢাকার মোট ৬টি স্কুলে। সেখানে গিয়ে তারা প্রদর্শনের আয়োজন করেছিলো বেশ কয়েকটি সিনেমার। কাশফিম বলে, 'রোড শো' এর উদ্দেশ্য ছিলো স্কুলের বাচ্চাদের উৎসবমুখী করা। এর ফলাফলও পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষকেরা তাদের অধীনে বাচ্চাদের নিয়ে আসছেন নিজ উদ্যোগে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫টি স্কুল বিভিন্ন ভেন্যুতে পৌঁছে গিয়েছে। উৎসবের বাকি দিনগুলোতেও আরো কিছু স্কুল আসবে বলে জানায় কাশফিম।

- নার্গিস মনামী হামিদ

THE POPCORN DIARIES

The Puppet Show of Filmmaking

On the third day of the week, our young filmmakers attended a workshop on film appreciation with Arun Gupta. Gupta is the Head of Department of Film at the National Institute of Design in Ahmedabad, India, and has been teaching film for 21 years. Pepper-haired and spectacle, the whole auditorium fell in awed silence as Gupta started the workshop talking about how excited he was to be in Bangladesh and how he appreciated this part of the Bengal.

The delegates first watched the French short film 'Game Over', and then Gupta went over the elements of film. Through his mystical storytelling and engaging style of conduct, Gupta went over how composition, camera placement, colors, frame size, actors, and dialogues, are carefully and meticulously placed in order to make a good film. "Nothing in a good film is an accident. Everything is by design." Gupta then demonstrated this intricate and detailed art of manipulation by going back to the film 'Game Over' and analyzing all its elements shot by shot.

In regards to the complex storytelling medium of filmmaking, Gupta excellently took the enchanted young filmmakers on a magical journey of deconstructing a film to its core elements and analyzing how each element is carefully placed and controlled, as if in a puppet show, to invoke its intended emotions in the audience. The delegates are sure to have absorbed a whole lot about filmmaking and film appreciation through this short workshop, and we can only imagine how they use it in their future films!

- Raidah Morshed

Gupi and Bagha In Colours!

You can't really look away from the banner of 'The Story of Gupi Bagha' when you enter the festival premises. The ever-lively folk patterns of the animation brought out the best of Gupi and Bagha. Shilpa Ranade spared a few minutes for the bulletin team to talk about her film. She mentioned she illustrates books for children. She was working on a book written by Gulzar, and the thought of working on the original Satya delicacy. She grew up watching Satyajit Ray's films. Regardless she's an illustrator by profession, she felt like making an animated version of her favorite movie because, why not? Team Popcorn Diaries wanted to know about the hurdles she met while making the film. She mentioned about Children Film Society, India. CFS India funded her film, initially. Little kids pulling off such a vibrant festival, wasn't a very foreign scenario to her since she has seen such festival within her borders. Yet we asked if she could distinguish CFF India from Bangladesh. What better way to celebrate the magic of films through the hands of little shooting stars, which is happening in both of the countries, so shouldn't really do so. Do grab the screening schedule, folks to have a wild trip down nostalgia. The new version of Gupi-Bagha might blow your minds.

- Syeda Ashfah Toaha Duti

Editor: Ashik Ibrahim
Bulletin Advisor: Kamrul Hasan Moon
Co-editor: Monami Hamid, Samia Sharmin Biva, Syeda Ashfah Toaha Duti, Riddha Aninda
Co-ordinator: Jannat Rahman
Reporter: Amritanjoli Shreshthesshory, Noshin Nuha, Raidah Morshed
Graphic Design: Sadiq Mahmood **Illustration:** Mahatab Rashid, Rakeeb Razzak
Photographer: Shomit, Mahmeema, Afreeda, Sukonna, Tamanna, Rad, Joy

Organized by: Children's Film Society Bangladesh
Supported by
Strategic Partners: British Council, a2i
Associated Partners: Alliance Française de Dacca, Goethe Institut, Somoy, Peoples Radio 91.6 FM
Branding Partner: hootum
Hospitality Partner: Ambala Inn